“তারেক রহমানের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে ফিরিয়ে আানার দাবি”

তারেক রহমানের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বিচারপতির আসনে বসানো, খুনি হাসিনার বিচার দাবি ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গাংনীতে বিরাট গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) বিকালে গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের পিরতলা সরকারি বিদ্যালয় মাঠে এই গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লার সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু।

গণ সমাবেশের প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহাবুবুর রহমান মাহবুব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহবায়ক নুরুজ্জামান হকা, প্রধান অতিথির সহধর্মিনী তাজমিরা খাতুন, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী পৌর বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, গাংনী উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আমিরুল বারী মোতালেব।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, কাজীপুর মাথাভাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় বিএনপি নেতা কামাল হোসেন (বিএসসি), যুবদলের সাবেক সেক্রেটারী হাবিবুর রহমান, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশীদ, যুবদল

নেতা শাহিবুল ইসলাম, ঢাকা বাংলা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রাশেদ, মহিলা দল নেত্রী ও সাবেক মেম্বর সাবিনা ইয়াসমিন, ছাত্রদল নেতা সাইফুল ইসলাম, রেজানুল হক ইমন, রিমন হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা ওয়াসিম আকরাম, বিএনপি নেতা জামশেদ আলী, জহুরুল ইসলাম, মজনুর রহমান, আক্তারুজ্জামান মাস্টার, ইলিয়াস হোসেন মাস্টার, বকুল হোসেন, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর শাহিন আলী, বিএনপি নেত্রী শুকিলা খাতুন, বকুল আহমেদ, ছাত্রনেতা রেজানুল হক রিমন, শামীম আহমেদ, অ্যাডভোকেট পাভেল, আনারুল ইসলাম মোল্লা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, এদেশ থেকে স্বৈরাচার হাসিনা ও আওয়ামীলীগের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। অন্তবর্তিকালীন সরকারের কাছে এই আহবান জানান তিনি। স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার বিএনপির হাজার হাজার নেতাকমীর্র নামে মিথ্যা হয়রানিমূলক মামলা দিয়েছে। হাজার হাজার নেতাকর্মীর উপর জুলুম, অন্যায় অত্যাচার করেছে। অন্তবতীর্কালীন সরকারের প্রতি অনুরোধ তাদের কমপক্ষে ১০ বছর যাবত এদেশে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

তিনি বলেন, ভারত খুনি হাসিনাকে নিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এদেশের মানুষ খুনি হাসিনার সেই ষড়যন্ত্র নস্যাত করবে।

তিনি বলেন, ডক্টর ইউনুসের নামে ষড়যন্ত্রমুলক সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার হয়ে গেছে। অথচ, এখনো বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের দায়ের করা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমুলক সব মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। আমরা দাবি জানাচ্ছি অতিবিলম্বে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে দেশে ফিরে আসার সুযোগ করে দেওয়া হোক। এছাড়া তারেক রহমানের নামের মিথ্যা মামলার রায়ে সাজা দিতে না চাওয়া সেই সৎ ও যোগ্য বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে দেশে ফিরিয়ে এনে তাকে যথাযথ সম্মান দিয়ে তার পদ ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

তিনি বলেন, বিএনপি একটি সুশৃঙ্খল। গাংনীর কোথাও কোন চাঁদাবাজি ও নাশকতা হবে না। গণ-সমাবেশের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে সমবেত কন্ঠে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

স্বৈরাচারী সরকারের হাতে নিহত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত শহীদদের বিদেহী আত্মার ও কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির প্রয়াত নেতৃবৃন্দের আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক মিনিট নিরবতা পালন

করা হয়। গণ-সমাবেশে এলাকার হাজার হাজার নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে “শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম” স্থাপন

এবার আড়ম্বর পরিবেশে গাংনী উপজেলার খড়মপুর গ্রামে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ আবু সাঈদের নামে প্রতিষ্ঠিত হলো “শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম”।

আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম উদ্বোধন উপলক্ষে গ্রামবাসি আয়োজন করে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল শেষে দুপুরের ভোজ।

ধানখালো ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামানের সভাপতিত্ব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি স্টেডিয়ামেরও স্টেডিয়ামের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সাবেক ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান কাজলের সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ধানখালো ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফিরোজ আলী, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, স্থানীয় বিএনপি নেতা ও সমাজসেবক নুরুল ইসলাম মিয়া, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, ভাটপাড়া (কসবা) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসানুজ্জামান লুডু, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির (ক ইউনিট) এর সভাপতি মোস্তাক হোসেন, বিএনপি নেতা বুলবুল আহমেদ, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক লাল্টু মিয়া, যুবদল নেতা এনামুল হক, টোকন আলী প্রমুখ। আলোচনার আগে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। পরে স্থানীয় দুটি টিমের মধ্যে ফুটবল, জার্সি বিতরণ ও প্রিতী ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

প্রিতী ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান

আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি চপল হোসেন, স্থানীয় সমাজ সেবক ও বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম।

এসময় বিএনপি নেতা সমাজসেবক নুরুল ইসলাম শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়ামের প্রাথমিক কার্যক্রমের জন্য নগদ ৫ হাজার টাকা অনুদান দেন ও পরে আরও ১০ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, খড়মপুর মাঠের মধ্যে প্রায় দুই একর সরকারি খাঁস জমি স্থানীয় কিছু ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে নামমাত্র লিজ নিয়ে এতদিন দখলে রেখেছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে এলাকার লোকজন জমিটি উদ্ধার করে খেলার মাঠ তৈরীর ঘোষণা দেন। মাঠটিকে সকলের মতামত নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রংপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ আবু সাঈদের নামে এই মাঠটির নামকরন করা হয়।

গাংনীতে জোড়া খুন; তিন জনকে আসামি করে অপর ভাইয়ের মামলা

গাংনীর সানঘাট গ্রামে বোন ও ভাইয়ের স্ত্রীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় তিনজনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিহত স্কুল শিক্ষক জাকিউল ইসলাম ইলমার স্বামী জাহিদ হোসেন বাদি হয়ে গাংনী থানায় গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে মামলাটি দায়ের করেন। মামলার নং ২৩, তারিখ ১৩/১০/২৪ ইং।

মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে মহিবুল ইসলাম ওহিদকে। অপর আসামিরা হলেন, ওহিদের স্ত্রী স্কুল শিক্ষক মালা খাতুন ও তার পুকুরের নিরাপত্তা কর্মী একই গ্রামের বিছার উদ্দীনের ছেলে শরিফুল ইসলাম।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ও মামলার বাদি জাহিদ হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জানান, মামলার প্রধান আসামি মহিবুল

ইসলাম ওরফে ওহিদকে ঘটনার দিন মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়েছে। আহতাবস্থায় আটক করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধী নিয়ে আজ সোমবার (১৪ অক্টোবর) সকালে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছেন।
মহিবুল ইসলাম ওহিদ স্থানীয় এনজিও সানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও ওই গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

নিহতরা হলেন, তার আপন বোন জোছনা খাতুন ও মেঝো ভাই জাহিদ হোসেনের স্ত্রী স্কুল শিক্ষিক জাকিয়া ইসলাম ইলমা।

উল্লেখ্য, গত শনিবার (১২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১ টার সময় পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগাভাগি ও পুকুরে মাছ ছাড়ার প্রস্তুতিকালে মহিবুল ইসলাম ওহিদ তার বোন জোছনা খাতুন, মেঝো ভাই জাহিদ হোসেন, তার স্ত্রী জাকিউল ইলমা ও ছোট বোন শামীমা খাতুনকে রামদা দিয়ে এলাপাতাড়ি কোপাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই জাকিউল ইলমা ও জোছনা খাতুন নিহত হন। গুরুতর আহত হন ভাই জাহিদ হোসেন ও অপরা বোন শামীমা খাতুন।

জোড়া খুনের এই ঘটনাটি এলাকায় এখন আলোচনার শীর্ষে।

“ভাবি ও বোনকে হত্যার দায়ে ভাইয়ের ফাঁসি দাবি করলেন ঘাতকের বোন”

গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাকিউল ইলমার হত্যাকারী ওহিদুলের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গাংনী উপজেলা শাখা।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উপজেলা শাখার সভাপতি

পলাশীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্তারুজ্জামান বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুল।

বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নির্বাহী সভাপতি ও এবাদৎখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাওছার আলী, ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন, নওদাহোগলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রহিদুল ইসলাম, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুল ইসলাম, নিহত শিক্ষক জাকিউল ইসলামার মামা ফেরদৌস আহম্মেদ, ঘাতক ওহিদের বড় বোন বুলবুলি খাতুন, নিহত ইলমার ছোট ভাই ত্বোহা, বড়বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হাসানুজ্জামান হাসান, সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও নিহত ইলমার সহকর্মী মুক্তা খাতুন, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক লাবনী আক্তার প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদের দ্রুত বিচার ও সর্ব্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান।

ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদের বোন তার অপর বোন ও ভাবিকে হত্যার দায়ে আপন ভাই মহিবুল ইসলাম ওহিদের ফাঁশি দাবি করেন। শিক্ষকদের আয়োজন মানববন্ধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এদাবি করেন। তিনি বলেন, ঘাতক আমার ছোট ভাই। আমি তারপরও তার সর্ব্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছি।

নিহত ইলমা গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

উল্লেখ্য, গত শনিবার (১২ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১ টার সময় পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগাভাগি ও পুকুরে মাছ ছাড়ার প্রস্তুতিকালে মহিবুল ইসলাম ওহিদ তার বোন জোছনা খাতুন, মেঝো ভাই জাহিদ হোসেন, তার স্ত্রী জাকিউল ইলমা ও ছোট বোন শামীমা খাতুনকে রামদা দিয়ে এলাপাতাড়ি কোপাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই জাকিউল ইলমা ও জোছনা খাতুন নিহত হন। গুরুতর আহত হন ভাই জাহিদ হোসেন ও অপরা বোন শামীমা খাতুন।

ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ সানঘাট গ্রামের দাড়ের পাড়া এলাকার

একাই দখল করে আছেন। এছাড়া আমার শাশুড়ির ১১ বিঘা জমি দখলে রেখেছে ছোট ভাই ওহিদ। এনিয়ে সে কয়েকটি মামলা করেছে। আজ সকালে আমি আর আমার স্ত্রী জোছনা খাতুন সানঘাট গ্রামে আসি। বাড়িতে সবাই বসে মিমাংসার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। ওহিদ এই পুকুরটি বিগত চার বছর যাবৎ একাই মাছ চাষ করছিলেন। সবার দাবি ছিল এই চার বছর বাকি ভাই বোন চাষ করবে। এক পর্যায়ে মাছ ছাড়ার কথা বললে সে তার ব্যাগে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে একের পর এক এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন। ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হওয়ার পর সে পালিয়ে যায়।

প্রতিবেশী তহিদুল ইসলাম জানান, ভাই বোনের জমির ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একাধিকবার শালিস বৈঠক করেছেন। ভাই বোনরা ওহিদ ২ এক বিঘা জমি বেশী দিয়ে তাদের ফ্যাসাদ মেটানোর চেষ্টা করেছেন। তারপরেও ওহিদ সেটা মেনে নেয়নি। নিজেকে আওয়ামীলী কর্মী দাবি করে সে জোর করে একাই ভোগ করছে পিতার রেখে যাওয়া পুকুর, মাঠের জমি ও গাংনীর বাড়ি। তিনি আরও বলেন, ওহিদ ভাই বোনের নামে একাধিক মামলা দিয়ে তাদের বিভিন্ন সময়ে হয়রানি ও নির্যাতন করেছে। শুধু ভাই বোনকেই নয়, এলাকার অনেক মানুষকে সে মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। সে যখন গাংনী থেকে গ্রামে আসে তার ব্যাগের মধ্যে সব সময় রামদা ও বড় সাইজের দা থাকে। ভাই বোন কিছু বললে তাদের হত্যা করবে বলে হুমকী দিয়ে আসছিল।

গাংনীতে গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

২ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ গাংনী ক্যাম্পোর সদস্যরা।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের মতৃ আজিম বকসের ছেলে ইন্তাজুল ইসলাম (৪৬) ও সাহারবাটী গ্রামের মৃত রুস্তম আলীর ছেলে আনোয়ার হোসেন (৩৭)।

আজ রবিবার (১৩ অক্টোবর) বিকেলে গাংনী পৌর এলাকায় অভিযান চালিয়ে

তাদের আটক করেন র্যাব সদস্যরা।

র্যাব-১২ সিপিসি গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারি পুলিশ সুপার এনামুল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মাদক ব্যবসায়ীরা গাঁজা নিয়ে গাংনী পৌর এলাকার ৬ নং ওয়ার্ডের আরাফ এন্টারপ্রাইজের সামনে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি দল সেখানে অভিযান চালান। সে সময় র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালানোর চেষ্টা করেন। এসময় র্যাব সদস্যরা দুই কেজি গাঁজাসহ ইন্তাজুল ইসলাম ও আনোয়ার হোসেনকে আটক করেন।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা একটি নিয়মিত মামলা দিয়ে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সাংবাদিক শাহীনের পিতা আব্দুর রহমানের ইন্তেকাল

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের গণযোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক দৈনিক জবাদিহি পত্রিকার সাংবাদিক এ সিদ্দিকী শাহীন এর পিতা মো আব্দুর রহমান আজ রবিবার বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহির রাজিউন)।

বার্ধক্য জনীত কারনে তার তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ৯৬ বছর।

তিনি ৯ ছেলে ও ১ মেয়েসহ দুনিয়াতে অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আব্দুর রহমান দীর্ঘদিন সাব রেজিস্টার অফিসের মহুরার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। আব্দুর রহমানের বড় ছেলে আলকামা সিদ্দিকী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয়ের সচিব ছিলেন।

আব্দুর রহমানের মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম,সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চাঁন্দু,সহ সকল সাংবাদিক শোক সংতপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

গাংনীতে জমি বিরোধ সংঘর্ষে ননদ-ভাবি খুন, ঘাতক ওহিদ আটক

পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ছোট ভাইয়ের হাতে বোন জোসনা খাতুন ও ভাবি স্কুল শিক্ষিকা জাকিউল ইলমা নামের দুই নারীকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

আজ শনিবার (১২ অক্টোবর) সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলার সানঘাট গ্রামের দাড়েরপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, সানঘাট গ্রামের জাহিদ হোসেনের স্ত্রী ও গাংনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষিকা জাকিউল ইলমা (৪৫) ও চুয়াডাঙ্গার বোয়ালিয়া গ্রামের হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী জোছনা খাতুন (৫৫)।

এ ঘটনায় আহত হয়েছেন নিহত জাকিউল ইলমার স্বামী জাহিদ হোসেন ও অন্য বোন শামীমা আক্তার। আহতরা কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহত জাকিউল ইলমা ঘাতক অহিদ ইসলাম ওরফে মহিবুল ইসলাম ওহিদের মেজ ভাইয়ের স্ত্রী ও জোছনা খাতুন তার বড় বোন।

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বড় ভাই মহিবুল ইসলাম অহিদ রামদা দিয়ে কুপিয়ে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যাবার সময় মেহেরপুর সদরের আমঝুপি বাজার থেকে গাংনী থানা ও মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবির) একটি টিম তাকে আটক করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম হত্যা ও আটকের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত জোসনার চাচাত ভাই টোকন জানান, পৈতৃকি সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা মোকদ্দমা চলে আসছিলো। আজ সকালে নিহত জোছনা খাতুন অপর বোন শামীমা খাতুন পিতার ১ একর ২৭ শতক জমির পুকুরে মাছ ছাড়তে এসেছিলেন। সকালে সবাই মিলে বাড়িতে মিমাংসায় বসেছিলেন। মিমাংসার এক পর্যায় বোন জোছনা খাতুন,

মেটানোর চেষ্টা করেছেন। তারপরেও ওহিদ সেটা মেনে নেয়নি। নিজেকে আওয়ামীলী কর্মী দাবি করে সে জোর করে একাই ভোগ করছে পিতার রেখে যাওয়া পুকুর, মাঠের জমি ও গাংনীর বাড়ি। তিনি আরও বলেন, ওহিদ ভাই বোনের নামে একাধিক মামলা দিয়ে তাদের বিভিন্ন সময়ে হয়রানি ও নির্যাতন করেছে। শুধু ভাই বোনকেই নয়, এলাকার অনেক মানুষকে সে মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। সে যখন গাংনী থেকে গ্রামে আসে তার ব্যাগের মধ্যে সব সময় রামদা ও বড় সাইজের দা থাকে। ভাই বোন কিছু বললে তাদের হত্যা করবে বলে হুমকী দিয়ে আসছিল।

খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, সেনবাহিনীর ক্যাপ্টেন রওশন ও র্যাব—১২ গাংনী ক্যাম্পের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে নেয়া হয়।

হত্যার ঘটনা ঘটানোর পর ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ পালিয়ে যাচ্ছিল। গাংনী থানা পুলিশ ও মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের যৌথ টিম সদর উপজেলার আমঝুপি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। মহিবুল ইসলাম ওহিদ আহত হওয়ায় তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম বলেন, দুই নারীকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পৈত্তিক সম্পত্তি ভাগবন্টন নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধে এ হত্যাকান্ড ঘটেছে বলে আমরা প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছি।

“হিন্দু মুসলিম এক সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মধ্যে

দিয়ে ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, দু’শো বছরের ইতিহাস স্বাক্ষী দেয় বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম এক সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বিভিন্ন পূজা মন্ডপে পৌঁছালে মন্ডপের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দ তাদের ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান।

এসময় উপজেলা বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক ও রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সস্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল আলম কালাম, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার প্যানেল চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন, রাইপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান ভিজা, গাংনী পৌর বিএনপির অর্থ সম্পাদ গোলাম হোসেন, গাংনী পৌর বিএনপির ৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি গোলাম কাওছার, ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক, সাহারবাটি ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ মাষ্টার, ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির নেতা আহসান হাবিব, যুবদল নেতা আমজাদ হোসেন, কৃষকদল নেতা ফজলুর রহমানসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন গাংনী উপজেলা শহরের কেন্দ্রীয় পুজামন্ড, দাশপাড়া পুজামন্ডপ, চৌগাছা দাশপাড়া পুজামন্ডপ, গাঁড়াডোব

পুজামন্ডপ, সাহারবাটি ইউনিয়নের ভোমরদহ দাশপাড়া পুজামন্ডপ ও হিজলবাড়িয়া দাশপাড়া পুজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

এ সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পুজা মন্ডপের নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

গাংনী কেন্দ্রীয় পুজা কমিটির সভাপতি সুশান্ত কুমার পাত্র, সাধারণ সম্পাদক সুকেস চন্দ্র বিশ্বাস, গাংনী দাশপাড়া পূজা কমিটির সভাপতি ধীরেন দাশ, চৌগাছা পূজা কমিটির সভাপতি তারাপদ দাশের হাতে তার ব্যক্তিগত আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

সনাতন সম্প্রদায়ের কাছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের পক্ষে শারদীয় শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন এবং নির্বিঘ্নে শারদীয় উৎসব পালনের আহ্বান জানান।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, এদেশে হিন্দু মুসলমান এক সাথে সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন। পুজা উৎযাপন উপলক্ষে হিন্দু মুসলিমদের বন্ধন সব সময় অটুট থাকে। শারদীয় দুর্গোৎসব পালনে কেউ কোনো বাঁধা দিলে বিএনপির সকল নেতাকর্মীরা সেটা প্রতিহত করা হবে। পুজা বিসর্জন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলা ১৭টি মণ্ডপে বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব চলছে। শারদীয় দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে পালনে পুলিশ ও আনসার-ভিডিপি সদস্যের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও বিজিবির টহল রয়েছে। এছাড়া সাদা পোষাকে গোয়েন্দাদের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে সোনাতলার ১৭টি মন্ডপে যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলের হেল্পডেক্সসহ রয়েছে বিএনপির নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে

সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে সৃন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষিখাতের আওতায় উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্প সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার সময় পিএসকেএস এর প্রধান কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে এ পরিকল্পনা সভা বাস্তবায়ন করে বে- সরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি পিএসকেএস।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার পরিচালক মো: কামরুজ্জামান।

সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন গাংনী উপজেলার অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মোঃ রাসেল রানা,প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো: আরিফুল ইসলাম, সহকারি মৎস্য কর্মকর্তা মো: জাকির হোসেন । পরিকল্পনা সভায় প্রাণী, মৎস্য ও কৃষির উন্নয়ন, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মোহাঃ কামরুজ্জামান পরিচালক (কর্মসূচি) ও ফোকাল পারসন (সমন্বিত কৃষি ইউনিট)।

আলোচনা সভায় সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বরাদ্ধকৃত প্রদর্শনীর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বিগত সময়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন কৈাশল, অর্জন এবং মাঠ পর্যায়ের প্রভাব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

পরিশেষে সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে সবার সহযোগিতা চেয়ে পরিচালক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন পিএসকেএস এর কৃষি কর্মকর্তা মো: জুয়েল রানা, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মো: ছরোয়ার হোসেন, মৎস্য সহকারি কর্মকর্তা মো : খালেদ কবীর ও ভেটেরিনারি কর্মকর্তা মোঃ সামসুদ্দিন আহম্মেদ।

গাংনীতে স্বপ্ন সুপার সপকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ভূয়া আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা ব্যবহার কেও বিদেশি পণ্য বাজারজাত ও বিক্রয়ের অপরাধে মেহেরপুরের গাংনীর স্বপ্ন সুপার সপকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিদপ্তর।

আজ বুধবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ অভিযানে সহযোগীতা করে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান এবং মেহেরপুর পুলিশের একটি টিম।

ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, গত মঙ্গলবার গাংনী স্বপ্ন সুপার সপে তদারকি করা হয়। তদারকিকালে কিছু বিদেশি পণ্যের আমদানি ও সরবরাহকারক মেসার্স এম এন ট্রেডার্স, ঠিকানা- গুলশান-১, ঢাকা লেখা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এই আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে স্বপ্ন সুপার সপের কাছে তাদের আমদানি ও বাজারজাতকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির নথিপত্র চাওয়া হয়। তারা নথিপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ১ দিন সময় দেয়া হয়। কিন্তু বুধবারও তারা বিদেশি পণ্যের আমদানিকারক ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে কোন নথিপত্র দেখাতে পারেনি। এবং স্বপ্ন সুপার সপ কর্তৃপক্ষ অপরাধ ও ভুল স্বীকার করেন। ভুয়া আমদানিকারকের নাম ঠিকানা ব্যবহার করে বিদেশি পণ্য বাজারজাত ও বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং সতর্ক করা হয়।